গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন

জাতীয় সুইমিং কমপে- ক্স,
মীরপুর, ঢাকা-১২১৬।

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন

জাতীয় সুইমিং কমপে- ক্স, মীরপুর, ঢাকা-১২১৬।

গঠনতন্ত্র

ধারা-১

শিরোনাম ও এলাকা ঃ

এই গঠনতন্ত্রকে (অত:পর গঠনতন্ত্র হিসেবে অভিহিত) বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন গঠনতন্ত্র বলা হবে। সমগ্র বাংলাদেশ এর আওতাধীন হবে।

ধারা-২

সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ

(১) বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন জাতীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ সাঁতার সংগঠন। ইহা আন্ড়র্জাতিক সাঁতার সংগঠন (ফিনা), এশিয়ান এ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন (এএএসএফ), দক্ষিণ এশীয় সুইমিং ফেডারেশন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত সংগঠনকে বুঝাবে। সর্বশেষ সংশোধনীসহ পঠিতব্য ১৯৭৪ সনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইনের তপসিলে বর্ণিত সংগঠন সমূহ এর অন্ড়র্ভূক্ত হবে। এছাড়া ক্রীড়া পরিষদ আইনের ১০,১২ ও ১৯ ধারা বলে গঠিত সংগঠনও এর অন্ড়র্ভূক্ত হবে।

(২) সাঁতার বলিতে ফিনা তালিকাভূক্ত পানিতে অনুষ্ঠিতব্য সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটার পোলো, দূরপাল-া, মাস্টার সাঁতার ও সিনক্রোনাইজড সাঁতার বুঝাবে।

ধারা-৩

পতাকা ও বিবরণ ঃ

সুইমিং ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা থাকবে এবং তা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রাক অনুমোদনে তৈরী হবে।

ধারা-৪

সদর দপ্তর ঃ

ফেডারেশনের সদর দপ্তর সাধারণতঃ রাজধানী ঢাকাতে হবে। তবে প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে ফেডারেশনের সদর দপ্তর অবস্থিত হলে তা গঠনতন্ত্রের এই ধারার পরিপন্থী নয় বলে বিবেচিত হবে। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা-৫

ফেডারেশনের কার্যপরিধি ঃ

(১) সুইমিং ফেডারেশনের নিম্নবর্ণিত কার্যাদি থাকবে ঃ

(১) সাঁতারের যাবতীয় কার্যাদি সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

(২) সংশি- ষ্ট আঞ্চলিক/ আন্ড়র্জাতিক ফেডারেশন থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ।

(৩) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে সংশি- ষ্ট খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান।

(৪) সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরী করা।

(৫) সাঁতারের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

(৬) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, টুর্ণামেন্ট ইত্যাদির আয়োজন।

(৭) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাপনা।

(৮) দরিদ্র ও খ্যাতনামা সাঁতারুদের কল্যাণে সহায়তা করা।

(৯) সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা (সাঁতার)/ সংগঠন সমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

(১০) সাঁতারের উপর বই, পত্রিকা, স্মরণীকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

(১১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জল ক্রীড়া বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, ক্যাম্প ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(১২) সুইমিং ক্লাব/ সংস্থা/সংগঠন/ সাঁতারুদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান।

(১৩) বিভিন্ন কমিটির ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাঁদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

(১৪) উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন, বাংলাদেশ সরকার অথবা সাঁতারে আঞ্চলিক/ আন্তর্জাতিক সংস্থার (ফিনা ও এ.এ.এস.এফ) নির্দেশনাবলী পালন।

(১৫) ফেডারেশনের নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে সাঁতার প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা-৬

সংযুক্ত সংগঠন সমূহ ঃ

(১) জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকবেঃ-

(ক) সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(খ) বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(গ) নৌ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(চ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(ছ) বাংলাদেশ আনসার ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(জ) প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড
(ঝ) প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

(২) শিল্প/ সংস্থা/ বোর্ড/ কর্তৃপক্ষ/ দপ্তর / সুইমিং ক্লাব (অনধিক-১৫টি) যারা সরাসরি জাতীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করে অথবা জাতীয় পর্যায়ের কোন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এবং দেশের সাঁতারের প্রসার ও উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখে, তাদেরকেও বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনে সরাসরি অন্তর্ভূক্তি দেয়া যেতে পারে।

ধারা-৭

ফেডারেশনের সংগঠন ঃ

(১) বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিতভাবে গঠিত হবে ঃ-

(ক) প্রতি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি
(খ) প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি

(গ) ধারা-৬ এ বর্ণিত সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি

(ঘ) খ্যাতনামা সাঁতারু/ সাঁতার সংগঠক/ সাঁতারে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সর্বমোট পাঁচজন প্রতিনিধি।

(ঙ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত যে সমস্ড় ক্লাবের নিজস্ব ক্লাব ঘর, ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত এবং জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে ঐ সমস্ড় ক্লাব সমূহ বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের কাউন্সিলর হিসেবে গণ্য হবে।

(চ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

(ছ) বিকেএসপি'র একজন প্রতিনিধি

(জ) মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।

(ঝ) ফিনা ও এশিয়ান এ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন ব্যুরো মেম্বার/নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশের কোন সদস্য থাকলে তিনি সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবে।

(ঞ) বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্ড়র্ভূক্ত হবেন।

(ট) বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের জাজেস এসোসিয়েশনের ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্ড়র্ভূক্ত হবেন।

(ঠ) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সূহের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের অন্ড়র্ভূক্ত হবেন (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

(ড) স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/ সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্ড়র্ভূক্ত হবেন।

(২) কাউন্সিলারের বয়স ঃ কাউন্সিলারের বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে।

(৩) যদি কোন অনুমোদিত সংস্থা/ক্লাব বিগত ৪ বছরের মেয়াদকালে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় ন্যূনতম ২ বার অংশগ্রহণ না করে তবে উক্ত সংস্থা/ ক্লাব ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য পদ হারাবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

ধারা-৮

১। **কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ**

(ক) সভাপতি	ঃ	০১ (এক) জন (নির্বাচিত/ সরকার কর্তৃক মনোনীত)
(খ) সহ-সভাপতি	ঃ	০৪ (চার) জন (নির্বাচিত)
(গ) সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ (এক) জন (নির্বাচিত)
(ঘ) যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	০২ (দুই) জন (নির্বাচিত)
(ঙ) কোষাধ্যক্ষ	ঃ	০১ (এক) জন (নির্বাচিত)
(চ) সদস্য	ঃ	১৬ (ষোল) জন (নির্বাচিত)
(ছ) সদস্য	ঃ	০২ (দুই) জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ও সাঁতারের সাথে সংশি- ষ্ট)
মোট	ঃ	২৭ (সাতাশ) জন

২। সহ-সভাপতি, যুগ্ম ম্পাদক এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা তাহাদের ভোট প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে নির্ণিত হবে।

৩। নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র করতে হবে, অন্যথায় ১৬ (ষোল) দিনের পর হতে এই কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৪। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইনের ২০ ধারার সংশোধনী অনুযায়ী ফেডারেশনের সভাপতি সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। সভাপতি ও ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য ব্যতীত কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সকল পদাধিকারী অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-৭(১) এ বর্ণিত নির্বাচক মন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

৫। কোরাম ঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কোরাম ১/৩ সদস্যের উপস্থিতিতে হবে।

৬। ফিনা অফিসের কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন অফিস পরিচালনা করবে।

ধারা-৯

নির্বাহী কমিটির কর্তব্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

১ আগ্রহী নতুন সংস্থা/ ক্লাব (সুইমিং) সমূহের সদস্যভূক্তির অনুমোদন।

২ প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন উপ-কমিটির ও তাদের কাজের শর্তাবলী নির্ধারণ করা। এই সব উপ-কমিটিগুলি একজন সভাপতি সহ ন্যূনতম ৫ সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে। সভাপতি ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য ব্যতিত প্রয়োজনে অভিজ্ঞ সদস্য বাহির হতে অন্ড়র্ভূক্ত করা যাবে।

৩ ফেডারেশনের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

৪ অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক গৃহীত শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা অনুমোদন করা ও আপিল সমূহ পর্যালোচনা করা।

৫ গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং ফেডারেশনের ধারার আওতায় পড়েনা এমন ধারার উপর সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা।

৬ "ফিনার" বিধি-বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন করা।

৭ কোন সংস্থা ব্যক্তি বা অনুমোদিত সদস্যের বিশৃংখলা, অসদাচরণ, অহেতুক প্রতিবাদ ও নিয়ম ভঙ্গের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮ বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

৯ বিদেশে পাঠানোর জন্য দল গঠন করা এবং বিদেশী দল আমন্ত্রণ করা।

১০ ফেডারেশন অফিসের জন্য পদ সৃষ্টি ও তদস্থলে নিয়োগ করা।

১১ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত বাৎসরিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন করা।

১২ উপ-কমিটি সমূহের পেশকৃত বিবরণ পর্যালোচনা করা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর পরিপূরক অনুরূপ আইন প্রনয়ণ করা।

১৪ অডিটর নিয়োগ করা।

ধারা- ১০

নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী :

১০.০ সভাপতি :

১ ফেডারেশনের সমস্ড়সভা সমূহে তিনি উপস্থিত থাকলে সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জ্যৈষ্ঠ সহ-সভাপতি, সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে জ্যেষ্ঠ একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

২ কোন সিদ্ধান্ড়ের ক্ষেত্রে পক্ষে -বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।

৩ সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ অনুযায়ী সভাপতি জর"রী বিষয়ে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করতে পারবেন এবং অনুরূপ কোন সিদ্ধান্ড়গৃহীত হইলে তাহা নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১০.১ সহ-সভাপতি :

তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতি ও নির্বাহী কমিটির কর্তৃক প্রদত্ত কাজ সমাধা করবেন।

১০.২ সাধারণ সম্পাদক

তিনি ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির মূখপাত্র ও ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন :-

১ তিনি বাৎসরিক সাধারণ সভা এবং নির্বাহী পরিষদের সভা সমূহের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন।

২ তিনি ফেডারেশনের সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং ফেডারেশনের সকল প্রদার সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দলিল দস্ড়াবেজ সংরক্ষণ করবেন।

৩ তিনি যুক্ত ভাবে সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষের সাথে বিল সমূহ অনুমোদন করবেন এবং চেক সই করবেন।

৪ তিনি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ব সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন।

৫ তিনি সরকারী অনুমোদন ছাড়াও প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু সম্পন্নের জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানদানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবেন।

৬ তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে ফেডারেশন পরিচালনা করবেন।

৭ তিনি উপস্থিত খরচ ও জর"রী খরচ বাবদ তার কাছে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ রাখতে পারবেন।

৮ তিনি পেমেন্টের আদেশ প্রদান করবেন।

৯ তিনি সকল স্থায়ী ও উপ কমিটিতে পদাধিকার বলে সদস্য থাকবেন।

১০ বার্ষিক রিপোর্ট ও কর্মসূচী তৈরী করবেন এবং উহা সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করবেন।

১১ তিনি বিভিন্ন উপকমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী জারী করবেন।

১০.৩. যুগ্ম সম্পাদক :

যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন করবেন। তাহারা সাধারণ সম্পাদককে তাহার সকল প্রকার কাজে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কাজ সমাধা করবেন।

১০.৪. কোষাধ্যক্ষ :

১ ফেডারেশনের সকল প্রকার তহবিল সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন এবং উহা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা করবেন।

২ ফেডারেশনের সম্পদ ও হিসাব রক্ষণের জন্য তিনি উপযুক্ত খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৩ তিনি ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন (অবশ্যই বাজেট বাৎসরিক সভায় পেশ করিবার পূর্বে তা নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিবেন)।

৪ অনুলে-খিত খরচ মিটাইবার জন্য তিনি সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক/ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ সংযোজন করতে পারবেন।

৫ তিনি বৎসরান্ড়ে ফেডারেশনের অডিটকৃত হিসাবের বিবরণ নির্বাহী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

৬ যদি কোষাধ্যক্ষ কোন কারণে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকেন সেই ক্ষেত্রে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুসারে নির্বাহী কমিটির একজন সদস্যকে সাময়িকভাবে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করবেন।

ধারা-১১

পদাধিকারীদের নির্বাচন/ মনোনয়নের যোগ্যতা ঃ

১। পদাধিকার বলে মনোনীত সদস্য বাদে সুইমিং ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এমন ব্যক্তিগণ হবেন যাঁরা হয় খ্যাতনামা খেলোয়াড়/ ক্রীড়াবিদ অথবা সাংগঠনিক অভিজ্ঞাতার অধিকারী ছিলেন। তাদেরকে ভালো সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতারও অধিকারী হতে হবে।

২। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্তমান আদর্শ গঠনতন্ত্রের বিধি ও উপ-বিধিমালা অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবে।

৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম- সম্পাদকের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ দ্বারা শূন্য হলে ফেডারেশন সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেদের মতামত নিয়ে পদ শূন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত পদ পূরণ করবেন। তবে এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত যোগ্যতার প্রতিপালন করতে হবে।

ধারা-১২

তহবিল ঃ

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সকল তহবিল ঢাকাস্থ যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে রাখতে হবে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্ম ভাবে তা পরিচালনা করবেন। যে কোনো একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি স্বাক্ষর করবেন।

ধারা-১৩

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা ঃ

১। ফেডারেশন নিম্নবর্ণিতভাবে পরিদর্শিত হবে ঃ
(ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োজিত কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কোনো পদাধিকারী সুইমিং ফেডারেশনের বিষয়াদি পরিদর্শন করতে পারবেন। বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন এ ধরণের পদাধিকারীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা করবেন।

২। ফেডারেশনের বার্ষিক ও বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হবে ঃ
(ক) প্রত্যেক জাতীয় ফেডারেশন অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে নিজস্ব বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবে।

(খ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনবোধে সুইমিং ফেডারেশনের বার্ষিক/ বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে।

(গ) সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সদস্য মর্যাদার সম্পন্ন যে কোনো পদাধিকারী বিভাগীয়/জেলা/ উপ-জেলা পর্যায়ে সাঁতারের বিষয়াদি পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনাধীন সংস্থার পদাধিকারীগণ এই পরিদর্শনে সকল প্রকার সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা-১৪

অর্থ বছর ঃ

অর্থ বছর হিসাবে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ড় সময়কে ধরা হবে।

ধারা-১৫

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ঃ

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের পদাধিকারীদের কার্যকাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার পর কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে চার বছর মেয়াদের হবে।

ধারা-১৬

তত্ত্বাবধায়ক কমিটি ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজন বোধে ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি অবলুপ্ত করে অনধিক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি তত্ত্বাবধায়ক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে। এ কমিটির কোন সদস্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ধারা-১৭

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র ঃ

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আদর্শ গঠনতন্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

ধারা-১৮

নির্বাচন ঃ

নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের প্রস্ড়াব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

ধারা-১৯

খেলোয়ার কল্যাণ তহবিলঃ

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন চ্যারিটি/ প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে আইনানুগ পন্থায় কল্যাণ তহবিল তৈরী করতে পারবে।

ধারা-২০

সাঁতার ু নিবন্ধিকরণ ঃ

অংশগ্রহণকারী সাঁতার ুদের বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন কর্তৃক তৈরী বিধি/উপ-বিধি অনুযায়ী নিবন্ধিকৃত হতে হবে।

ধারা-২১

বিধি ও উপবিধিঃ

এই গঠনতন্ত্রের সংস্থান সমূহের যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন বিধি/ উপবিধি তৈরী করতে পারবে।

ধারা-২২

সংশোধন ও নির্দেশ ঃ

১। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এই গঠনতন্ত্র এবং এর যে কোনো ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন/ বাতিলের কর্তৃত্ব থাকবে।

২। অত্র ফেডারেশন এই গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোনো বিধি বা উপবিধি তৈরী করতে পারবে না।

৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ফেডারেশনের স্বার্থে যে কোনো নির্দেশ প্রদান করতে পারবে এবং এ ধরণের নির্দেশ অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

৪। ফেডারেশনের সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/ খেলোয়াড়/ কর্মকর্তা বা সংশি-ষ্ট ব্যক্তি কোনো বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করবে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অথবা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করা যেতে পারে। বিতর্কিত বিষেয়ে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ড়ই চূড়ান্ড় বলে বিবেচিত হবে এবং কোনো পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ড় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না।

ধারা-২৩

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

এই গঠনতন্ত্রে লিপিবন্ধ হয়নি এমন কোন বিষয় এবং এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা সম্পর্কে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ড় বলে বিবেচিত হবে এবং সংশি-ষ্ট সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে।

ধারা-২৪

গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ

গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন প্রযোজ্য হলে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সভায় উত্থাপন করবেন। সাধারণ পরিষদের সভায় এই প্রসঙ্গে আলোচ্যসূচী থাকবে। সাধারণ পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে সংশোধনের জন্য প্রেরণ করা হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক সংশোধন গৃহীত হলে তা কার্যকর বলে গণ্য হবে।

ধারা-২৫

(ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে:
(খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ড় শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবে না।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন নির্বাচন বিধিমালা, ১৯৯৭

১। ভোটার তালিকা ঃ সংশি-ষ্ট ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহের জন্য প্রণীত আদর্শ গঠনতন্ত্র মোতাবেক খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ খসড়া ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। ফেডারেশন সমূহের নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিন নির্বাচন কমিশন কমপক্ষে ২১ দিনের নোটিশে নির্বাচন পরিচালনা করবেন এবং নির্বাচন তফসিল ঘোষণার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে খসড়া ভোটার তালিকা এবং আপত্তি শুনে (যদি থাকে) চূড়ান্ড় তালিকা প্রকাশ করবেন। নির্বাচন সংক্রান্ড় কোন আপত্তি থাকলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তা শুনবেন এবং নিস্পত্তি করবেন। তাঁর সিদ্ধান্ড়ই চূড়ান্ড় বলে গণ্য হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব রিটানিং অফিসার হিসেবে কাজ করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করবেন। তারা সরাসরি ভোট গ্রহণ পরিচালনা করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন।

৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৪। রিটার্নিং অফিসার সকল ফেডারেশনের ক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ড় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেনঃ

(১) মনোনয়নপত্র গ্রহণ।
(২) মনোনয়ন পত্র বাছাই।
(৩) প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ।
(৪) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার।
(৫) প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ড় তালিকা প্রকাশ।
(৬) ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান।
(৭) ভোট গণনা।
(৮) প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা।
(৯) প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে প্রাপ্ত চূড়ান্ড় ফলাফল ঘোষণা।

৫। **প্রার্থী পদের যোগ্যতা ঃ**

সাধারণ পরিষদের যে কোন সদস্য ফেডারেশনের নির্বাচনের অংশগ্রহণ করতে পারবেন যদি ঃ

(ক) তিনি বাংলাদেশে নাগরিক হন; এবং
(খ) নির্বাচনের সময়ে কার্যরত অস্থায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য না হন।
(গ) তিনি কোন ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত না হন কিংবা প্রচলিত কোন আইনে নিষেধাজ্ঞাহীন না হন।

৬। **মনোনয়নপত্র বাছাই ঃ**

রিটার্নিং অফিসার প্রার্থী অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধির সম্মুখে মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন এবং নিম্নোক্ত কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবেন।

(১)যদি তিনি ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে যোগ্যতার অধিকারী না হন।

(২) যদি তার প্রস্ড়াবকারী এবং সমর্থনকারী উক্ত যোগ্যতার অধিকারী না হন এবং যদি তাঁরা নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য (ভোটার) না হন।

(১৬) যদি প্রার্থীর প্রস্ড়াবক ও সমর্থনকারীর নাম সঠিক না হয়।

(৪) প্রতিটি মনোনয়নপত্রের উপর রিটার্নিং অফিসার 'গৃহীত' বা 'বাতিল' লিখে স্বাক্ষর করবেন। বাতিলের ক্ষেত্রে সঠিক কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

৭। **মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল ঃ**

রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হলে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট দুই দিনের মধ্যে আপীল করতে পারবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার একদিনের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করবেন এবং তা চূড়ান্ড় বলে গণ্য হবে।

৮। যদি কোন প্রার্থী নির্বাচনের পূর্বে ইন্ড়েকাল করেন তবে উক্ত পদে অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা সীমাবদ্ধ থাকবে।

৯। যদি কোন পদে একজন মাত্র প্রার্থী থাকেন, সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবেন।

১০। একাধিক প্রার্থী থাকলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

১১। নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ ঃ

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার সমযোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে তার নির্বাচনী প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। কোন প্রতিনিধি নিয়োগ না করলে তিনি নিজেই প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।

১২। **ভোট গ্রহণের সময়ঃ**

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোট গ্রহণের দিন ও সময় নির্ধারণ করে অবগতির জন্য সংশি-ষ্ট সকলকে জানানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

১৩। **ব্যালট বাক্স ঃ**

নির্বাচন কমিশন ব্যালট বাক্সের ব্যবস্থা করবেন। ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট বাক্সগুলো সম্পূর্ণ খালি বলে নিশ্চিত হবেন। উপস্থিত সকলকে খালি বাক্স প্রদর্শন করে বন্ধ ও সীল করবেন।

১৪। **ব্যালট ঃ**

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সম্পূর্ণ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ব্যালট পেপার প্রস্তুত করবেন।

১৫। **ভোট মূলতবী ঃ**

নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোট গ্রহণ বিঘ্নিত হলে প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দিবেন ও রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন।

১৬। কোন ভোটদাতা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হলে প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ভোটদাতা প্রয়োজনীয় পরিচয় বহনকারী পরিচিতি পত্র/ চিঠি সাথে নিয়ে আসবেন।

১৭। নির্ধারিত সময়ের পর কাহাকেও ভোট দিতে দেয়া হবে না। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করলে তাকে ভোট প্রদান করতে দেয়া হবে।

১৮। ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হলে প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট সীল করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন। অতঃপর ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রার্থী/ প্রতিনিধির সম্মুখে খুলে সমূদয় ব্যালট গণনা করবেন এবং নির্বাচিতদের নাম লিপিবদ্ধ করবেন।

১৯। প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল রিটার্নিং অফিসার প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করবেন।

২০। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন সংক্রান্ড় সকল দলিলপত্র সংরক্ষণ করবেন।

২১। রিটার্নিং অফিসারের নিকট সংরক্ষিত দলিলপত্র (ব্যালট কাগজ ছাড়া) অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনের জন্য খোলা রাখবেন।

২২। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার তিন মাস পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার রিটার্নিং অফিসারের কাছে রক্ষিত নির্বাচন সংক্রান্ড় সকল কাগজপত্র বিনস্ট করতে পারবেন।

২৩। কোন পদের ফলাফল সমান হলে রিটার্নিং অফিসার সংশি- ষ্ট সকলের সম্মুখে লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করবেন।

২৪। উলি- খিত ধারাসমূহে কোন অপর্যাপ্ত পরিলক্ষিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতীয় নির্বাচনসমূহে পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবেন।

২৫। **নির্বাচনী আপত্তি (ইলেকশন পিটিশন)ঃ**

নির্বাচন ফলাফল সংক্রান্ড় কোন আপত্তি থাকলে ফলাফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে 'নির্বাচনী আপত্তি' পেশ করা যাবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার শুনানী গ্রহণ করে শুনানী গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করবেন। তার সিদ্ধান্ড়ই চূড়ান্ড় বলে বিবেচিত হবে।

পরিশিষ্ট ‘ক’

জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের নির্বাচনের জন্য
মনোনয়নপত্র

==========

প্রস্ড়াবকারী পূরণ করিবেন

আমি

.....

(প্রস্ড়াবকারীর নাম)

.....ফেডারেশনের ..... পদে
নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে .....

(প্রার্থীর নাম)

ঠিকানা .....
এর নাম প্রস্ড়াব করিতেছি

তারিখ ঃ ..... প্রস্ড়াবকারীর স্বাক্ষর

==========

(সমর্থনকারী পূরণ করিবেন)

আমি .....

(সমর্থনকারীর নাম)

..... ফেডারেশনের ..... পদে
নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে .....

(প্রার্থীর নাম)

ঠিকানা .....
এর নাম সমর্থন করিতেছি।

তারিখ ঃ ..... সমর্থনকারীর স্বাক্ষর

==========

একজন প্রস্ড়াবকারী কিংবা সমর্থনকারী কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদের জন্য উক্ত পদের মোট সংখ্যার চেয়ে

বেশী প্রার্থীর প্রস্ড়াবকারী/ সমর্থনকারী হতে পারবেন না। এ বিষয়ে ব্যর্থ হলে নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

(মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক ঘোষণা)

আমি .....

পিতা .....

ঠিকান .....

এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমি উপরোক্ত মনোনয়নের সম্মতি দান করিয়াছি এবং ..... ফেডারেশনের ..... পদে প্রার্থী না হওয়ার মত কোন অযোগ্যতা আমার নেই।

তারিখ ..... মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর বা টিপসহি

==========

(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

মনোনন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা .....

এই মনোনয় পত্রটি প্রার্থী/ প্রস্ড়াবকারী/ সমর্থনকারী/ মনোনীত প্রতিনিধি ..... কর্তৃক ..... তারিখে ..... ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ..... রিটার্নিং অফিসার

(বাছাই এর জন্য নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখান সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ড়)

আমি নিয়মানুসারে এই মনোনয়ন পত্রটি পরীক্ষা করিয়াছি এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করিয়াছিঃ-

.....
.....
.....
.....
.....

(প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে কারণ সমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন)

তারিখ ঃ ..... রিটার্নিং অফিসার

সভাপতি
বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন
জাতীয় সুইমিং কমপে- ক্স, মিরপুর, ঢাকা।

বিষয় ঃ পদত্যাগ পত্র।

জনাব,

আমি বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের অস্থায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির ..... পদ হতে অদ্য (১৯/০২/২০০৬) পদত্যাগ করলাম।

স্বাক্ষর ঃ .....

নাম ঃ .....

পদবী ঃ .....

তারিখ ঃ .....

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত খসড়া আদর্শ গঠনতন্ত্রের উপর মতামত প্রদান "ছক"

ধারা নং	সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজনের প্রস্তাব	মন্তব্য

স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ

প্রস্তাবকারীর নাম ঃ